231029 - আধুনকি যোগাযোগ মাধ্যমে শোক সংবাদ প্রচার করা

প্রশ্ন

আমাদরে কছিু ভায়রো (আল্লাহ্ তাদরেকে উত্তম প্রতদিান দনি) ফইেসবুক, টুইটার ও ওয়াটসআপে কছিু পইেজ খুলছেনে যে সব পইেজে তারা তাদরে শহররে শোক সংবাদগুলো প্রচার করনে। তারা জানাযার নামাযরে তথ্য জানাতে তাদরে বন্ধু-বান্ধবদরে মোবাইলে মসেজেও পাঠান। ধরণরে কর্ম কি শরয়িতে নষিদ্ধি প্রচারণার অধীনে পড়বে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

ইসলামে শোক সংবাদ তনি প্রকার: হারাম, মাকরুহ ও মুবাহ।

হারাম শোক সংবাদ: যে প্রচারণা জাহলেি যুগরে প্রচারণার মত। সাধারণ গণজমায়তেরে স্থানগুলোতে ঘোষণার মাধ্যমে মৃত্যুর সংবাদ জ্ঞাপন এবং সাথে মৃতব্যক্তরি বংশীয়-গৌরব ও কীর্তগিুলো উল্লখে করা কংিবা ঘোষণার সাথে বলিাপ, আর্তনাদ ও হাহুতাশ প্রকাশ করা হয়।

মাকরুহ শোক সংবাদ: বংশীয়-গৌরবগাঁথা কংিবা কীর্তি উল্লখে না করে ঘোষণার মাধ্যমে মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করা ও স্বর উচ্চ করা।

আর মুবাহ বা বধৈ শোক সংবাদ: কোন ঘোষণা ব্যতীত শুধু মৃতব্যক্তরি মৃত্যুর সংবাদটা জ্ঞাপন করা।

সুন্নাহ্র দললিগুলো শষে প্রকাররে শোক সংবাদ বধৈ হওয়ার প্রমাণ বহন কর।ে যমেন নাজাশরি ক্ষত্রেে, মুতা যুদ্ধরে শহীদদরে ক্ষত্রেে ও অন্যান্য ক্ষত্রেে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শোকবার্তা জানয়িছেলিনে।

ইতপিূর্বে 60008 নং প্রশ্নোত্তরে এটি জায়যে হওয়ার পক্ষে আলমেদরে বক্তব্যগুলো উল্লখে করা হয়ছে।ে

কাসানি বলনে: "মৃতব্যক্তরি মৃত্যু সংবাদ তার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও প্রতবিশেীদরেকে জ্ঞাপন করতে কোন আপত্তি নইে; যাতে করে তারা জানাযার নামায পড়া, দোয়া করা ও দাফনে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে মৃতব্যক্তরি হক আদায় করতে পার।ে আর যহেতেু সংবাদ দয়োর মধ্যে নকে কাজরে প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রস্তুতি নয়োর প্রতি উৎসাহতি করণ

রয়ছে। তাই এটি নকৈী ও তাকওয়ার কাজে সহযোগতিা করার মধ্যে পড়বে এবং ভাল কাজরে মাধ্যম হওয়া ও সন্ধান দয়োর পর্যায়ভুক্ত হব।"[বাদায়ডিস সানায়ি (৩/২০৭)]

স্থায়ী কমটিরি ফতোয়াসমগ্র (৮/৪০২) এসছে যে, কউে মারা গলে তার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও প্রতবিশেীদরেকে আহ্বান করা জায়যে; যাতে করে তারা জানাযার নামায পড়তে পার, তার জন্য দোয়া করতে পার, তার লাশরে সাথে যতেে পারে এবং দাফনকর্মে সহযোগতিা করতে পার। কনেনা নাজাশি যখন মারা গয়িছেলি তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথীবর্গকে তার মৃত্যুর সংবাদ জানয়িছেনে যাতে করে তারা তার জানাযার নামায পড়তে পার।

দুই:

সামাজকি যোগাযোগ মাধ্যমগুলো যমেন- ফইেসবুক, টুইটার ও ওয়াটসআপ ইত্যাদতিে কংিবা ইমইেলে ও মোবাইল মসেজেে কারো মৃত্যু সংবাদ প্রচার করতে কোন আপত্তি নইে; যদি এর উদ্দশ্যে হয় যাতে করে মানুষ জানাযার নামাযে উপস্থতি হতে পার, মৃতব্যক্তরি জন্য দোয়া ও ইস্তগিফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) করতে পার কংিবা মৃতরে পরবিার-পরজিনরে প্রতি সমবদেনা জানাতে পার। কনেনা এ অবহতিকরণ এ সমস্ত নকে কাজরে মাধ্যম।

শাইখ বনি বায (রহঃ)কে পত্র-পত্রকিায় মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা সম্পর্কে জজ্ঞিসে করা হলে তনিি বলনে: "খবর হসিবে জানানোর ক্ষত্রেে আমরা কোন আপত্তকির কছিু জানি না।"[মাসায়লিুল ইমাম বনি বায (পৃষ্ঠা-১০৮)]

শাইখ উছাইমীন বলনে: "পক্ষান্তর, মৃতব্যক্তরি মৃত্যুর সংবাদ জ্ঞাপন করা: যদি কোন কল্যাণরে কারণে হয়; যমেন- মৃতব্যক্তরি সাথে মানুষরে আদান-প্রদানরে ব্যাপক লনেদনে থাকে এবং তার মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা হলে তার কাছে কারো পাওনা থাকলে তার পাওনা তাকে বুঝয়িে দওেয়া যাবে কংিবা এ ধরণরে কছিু; তাহলে তাতে কোন আপত্তি নইে।"[মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়লি উছাইমীন (১৭/৪৬১)]

শাইখ বনি জবিরীন (রহঃ) বলনে: "নকেকাজ ও ভালকাজরে মাধ্যমে মশহুর হয়ছেনে এমন ব্যক্তদিরে মৃত্যু সংবাদ প্রচার করতে কোন আপত্তি নইে; যাতে করে তাদরে জন্য রহমত প্রার্থনা করা হয় এবং মুসলমানদরে পক্ষ থকেে দোয়া করা হয়। তব, এমন প্রশংসা করা জায়যে নয় যা তাদরে মধ্যে নইে। কনেনা সটো হবে স্পষ্ট মথি্যা।"[ফাতাওয়া ইসলামিয়্যা (২/১০৬) থকেে সমাপ্ত]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।